দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 NOV 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তুলনা করিলে এক জায়গায়ই দাঁড়াইয়া আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ...৩ভাই ভাগ হারে দুইদশকে চক্রবৃদ্ধি হইয়া দাঁড়ায় ৬৪ভাগ। ১৯৯২সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ১কোটি ৭৩লক্ষ ৫৬ হাজার—প্রতি বিদ্যালয়ে ২৫০জন শিক্ষার্থী ধরা হইলে ৭০ হাজার বিদ্যালয় দরকার, আছে ৫০ হাজার। তদুপরি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল জীবন বিমুখই নহে, গণতন্ত্রের সঙ্গেও সম্পর্কহীন। শহর ও গ্রামের বৈষম্য প্রকট। শিক্ষাক্রমে ও মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে ইংরেজী, আরবী বা সংস্কৃত ভাষার চাপ রহিয়াছে। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা ব্যয় বৈষম্য, নারী শিক্ষার হার—এসব সমস্যাও প্রকট। তাই ত্রিমুখী ধারা পরিহার করিয়া সংবিধানে বর্ণিত 'একই পদ্ধতির' 'গণমুখী' ও 'সার্বজনীন' শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাসূচীতে সমতা আনা দরকার।

মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনায় প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম বলেন, আজ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের পাশাপাশি অনেক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উড়ানো হয় না, জাতীয় সংগীত বাজানো হয় না, জাতির পিতার নাম ছেলে-মেয়েরা জানে না। শিক্ষাক্ষেত্রেও দলীয়করণ-পছন্দমত স্কুলে বরাদ্দ দেওয়া হয়। কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন হইলে আজ শিক্ষার হার হইত ৬০ ভাগ।

মূল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে প্রফেসর কবীর চৌধুরী বলেন, সুনাগরিক হইতে হইলে মানবিক গুণাবলী তথা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি ঘৃণা থাকিতে হইবে এবং শৈশব-কৈশোরেই উহা অর্জন করিতে হয়। অথচ আজ চলিতেছে উল্টোটা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কামরুজ্জামান বলেন, কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পরিহার করিয়া গত ১৮ বছরে বিত্তবানদের জন্য উন্নত শিক্ষা এবং গরীবের জন্য সাধারণমানের শিক্ষা-এই দুই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। শিক্ষাঙ্গনগুলিতে ক্ষমতাসীনদের ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাস এবং স্বাধীনতা-বিরোধী জামায়াত-শিবিরের হত্যাকাণ্ড চলিতেছে। ওবায়দুল কাদের বলেন, শিক্ষাখাতে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সাফল্য এযাবৎকালের সকল সরকারের শীর্ষে। এখন শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস—ভর্তি দুরূহ, ভর্তি হইলে ক্লাস হয় না, ক্লাস হইলে পরীক্ষা হয় না, পরীক্ষা হইলে পাস করিয়াও চাকুরী ...

নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছাত্র রাজনীতি চাই

বিকালের অধিবেশনে 'উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধের উপর আলোচনা অনুষ্ঠানের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী বলিয়াছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ঘটাইতে হইলে প্রথম দরকার রাজনৈতিক অঙ্গীকার। পাশাপাশি একটি বিষয় তাবা খুবই জরুরী, তাহা হইল শিক্ষাঙ্গনকে অস্থির রাখিয়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য সমাধা করা যাইবে না। ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ছাত্রদেরকে ছাত্রদের মতই থাকিতে দেওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলের অফিসে বসিয়া ছাত্র সংগঠনের নেতা নির্বাচন করা উচিত হইবে না। আমার বিবেচনায় রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছাত্র রাজনীতি নির্মাণ করা এই মুহূর্তে জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরী। বক্তৃতা করেন, ডঃ ইন্নাস আলী, ডঃ মসিহুজ্জামান ও ডঃ আলী আসগর। মূল প্রবন্ধে বলা হয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সন্ত্রাস, সেশন জট, অব্যবস্থা ও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত সরকারী পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে বা হইবে বলিয়া আমরা শুনিতে পাই, শক্তিশালী বিজ্ঞান ও কারিগরি কাউন্সিল গঠন করাও হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। বাহ্যত মনে হইবে; দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশেষ গুরুত্ব পাইতেছে। অথচ ইহা একটি উপেক্ষিত শাখা বা ডিভিশন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনগ্রসরতা কাটাইয়া উঠার লক্ষ্যে প্রবন্ধে ৬দফা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রফেসর ইন্নাস আলী বলেন, দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইলে সাধারণ শিক্ষার সহিত কারিগরী শিক্ষাকে জোরদার করিতে হইবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেও উৎসাহিত করিতে হইবে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব।

প্রফেসর মশিহুজ্জামান বলেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আজ (মঙ্গলবার) দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হইবে সকাল ১০টায়। 'শিক্ষার মান ও পরিবেশ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করিবেন প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ। বিকালে 'শিক্ষানীতি ব্যয়বরাদ্দ ও ব্যবস্থপনা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করিবেন ... কামরুজ্জামান।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 NOV 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে

—শেখ হাসিনা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের দিক-নির্দেশনা কামনা করিয়া বলিয়াছেন, আওয়ামী লীগ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যর্থতাকে সাবিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন হইতে চলিয়া আসা মূল সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে এবং বিংশ শতাব্দীকে সামনে রাখিয়া আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করিয়াছে।

(১১শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শেখ হাসিনা

(১ম পৃঃ পর)

গতকাল (সোমবার) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত দলের দুইদিনব্যাপী 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক জাতীয় শিক্ষা সেমিনারের উদ্বোধনকালে শেখ হাসিনা বলেন, গত চার দশকে বাংলাদেশে ২ কোটি ২০ লক্ষ বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বাহিরে থাকে এবং ইহারই প্রত্যক্ষ ফল আমাদের বিশাল অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। এই পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ হইয়াছে শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশের অভাব, নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদতা। আজ উন্নত বিশ্বের দিকে না তাকাইলেও এই অঞ্চলের ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, এমনকি যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামের দিকে তাকাইলেও বলিতে হয়, শাসক গোষ্টি যত বড় বড় কথাই বলুন না কেন বাংলাদেশ এই অঞ্চলে এক শিক্ষাহীন দ্বীপ হিসাবে অবস্থান করিতেছে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বাহিরে থাকুক বা ক্ষমতায় থাকুক দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। তিনি বলেন, শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড এবং অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাবিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাই আওয়ামী লীগ সবসময়ই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়াছে। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর ডঃ কুদরত ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। ১৯৭৩ সালের ৮ই মে কমিশন বঙ্গবন্ধুর কাছে রিপোর্ট পেশ করেন। জাতির দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধু সেই রিপোর্ট বাস্তবায়ন করার সময় পান নাই। সেই গুরুত্বপূর্ণ দলিল হইতে আমরা এখনো অনেক দিক নির্দেশ না পাইতে পারি।

আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সেমিনার সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সেমিনার সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব ও আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দ্বিতীয় পর্বে প্রফেসর কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে মূল আলোচনায় 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দিন এবং আলোচনা করেন প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম, প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক ও আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য এএস, সাদেক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আবদুস সামাদ আজাদ, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আবদুল জলিল, মুহম্মদ নাসিম, এস, এ, এম, এস কিবরিয়া, প্রফেসর ডাঃ কাদরী, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, মোজাফফর হোসেন পল্টু, অধ্যাপক আবু সাঈদ, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, আবদুল মান্নান, খ, ম, জাহাঙ্গীর, নূরুল ফজল বুলবুল, নূরুল মজিদ হুমায়ুন, মাইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, ইকবালুর রহিমসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য হইতেছে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানে নিজেকে গড়িয়া তোলা। কিন্তু গত ১৮ বছর সন্ত্রাস, অস্ত্র বহু মেধাবী প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে। শাসক গোষ্ঠীর আশ্রয়েই সন্ত্রাস হয়। বর্তমান সরকারও সন্ত্রাস দমন আইন প্রতিপক্ষের ছাত্রনেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে। আর ছাত্র সংসদগুলি দখল করার জন্য দলীয়করণ ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতেছে। সরকার যাহাই বলুক না কেন, সন্ত্রাস দমনে সরকারের আন্তরিকতা কতখানি জাতি বিচার করিবে। তিনি বলেন, বেকারত্বও আরেকটি মূল সমস্যা, শিক্ষিত বেকার তো আছেই যাহারা বিভিন্ন পর্যায়ে অকৃতকার্য হইয়া কেবল আনএমপ্লয়েডই থাকিতেছে না, আনএমপ্লয়েবলও থাকিতেছে, তাহাদের কথাও ভাবিতে হইবে।

মূল প্রবন্ধ : সবার জন্য শিক্ষা

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দিন 'সবার জন্য শিক্ষা' মূল প্রবন্ধে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য 'বুনিয়াদি শিক্ষাকে' পূর্বশর্ত হিসাবে বর্ণনা করিয়া বলেন, বাংলাদেশ এখনও নিরক্ষরতার তালিকায় প্রথম কাতারে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় এবং ১৯৭৩ সালে ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী করিয়া গোটা প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারীকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। এই রিপোর্ট কার্যকর করার আগেই ৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর রিপোর্টটি পরিত্যক্ত হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত দুই দশকে (১৯৭২-১৯৯২) প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার সবচাইতে কম, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে—শতকরা ৬৫ দশমিক ২৪ ভাগ আর সবচাইতে বেশী মাদ্রাসায় (দাখিল) শতকরা ৫৪৬ দশমিক ৩২ ভাগ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থীর বৃদ্ধির হার ও জন-